ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২২ (খসড়া) পর্যালোচনা ও সুপারিশ

সারসংক্ষেপ

০৯ মে ২০২২

উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২২ (খসড়া) এর মূল্যায়ন

যথাযথ আইনগত কাঠামোর অধীনে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ অনেক আগে থেকেই নানান ধরনের উদ্যোগ এবং পদক্ষেপ নিয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে, এ ধরনের উদ্যোগের পেছনে ব্যক্তির নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত তথ্যের বাণিজ্যিক গুরুত্ব, এবং ব্যক্তিগত জীবনে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে।

জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা (আঙ্কটাড) এর সর্বশেষ তথ্য অনুসারে বিশ্বের ১৯২ দেশের মধ্যে ১৩৭টি দেশে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বা তথ্যের গোপনীয়তা সম্পর্কে দেশীয় আইন রয়েছে। আঙ্কটাড- এর তথ্য মতে, বাংলাদেশ এ সম্পর্কিত কোনো আইন নেই। তাই, বর্তমানের এই ইন্টারনেটভিত্তিক আমাদের জীবন ব্যবস্থায় যেখানে ব্যক্তিগত তথ্যকে বলা হয় ইন্টারনেটের জ্বালানি বা মুদ্রা সেখানে ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষার ব্যাপারটির গুরুত্ব অনুধাবন করে এ সম্পর্কিত একটি আইন তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া অবশ্যই একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস।

কিছুদিন আগে ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৬০(২)ঝ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংরক্ষিত ডাটার সুরক্ষার লক্ষে বিধি আকারে "তথ্য গোপনীয়তা ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৯" শিরোনামে এ ধরনের একটি বিধিমালা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এই মর্মে একটি খসড়া প্রকাশিত হয়েছিল, যা এখনো অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে, যদিও তা অফিসিয়াল ছিল না বলে সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল। উক্ত খসড়ার ওপর ভিত্তি করে সমাজের বিভিন্ন স্তরে নানান ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছিল বলে সরকার যখন উক্ত খসড়াটি পরিহার করে নতুন করে আলোচ্য খসড়াটি প্রণয়ন করে তখন সবার প্রত্যাশা কিছুটা বেশি ছিল।

অনেক আগ্রহ নিয়ে নতুন খসড়াটি পর্যালোচনা করার পরে সেখানেও নানান ধরনের সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে। নতুন খসড়াটি বিশ্লেষণ করে এর উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতাগুলোকে বড়দাগে - (ক) আইনের খসড়ার সীমাবদ্ধতা এবং (খ) খসড়া বিলের আলোকে আইনটি প্রণীত হলে তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্বেগ; এই দুই ভাগে ভাগ করে নিচে তুলে ধরা হলো-

(ক) আইনের খসড়ার সীমাবদ্ধতা

ইতোমধ্যে করা বিশ্বের ১৩৭টি দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যাবে যে, আলোচ্য আইনের খসড়ায় বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

১. আইনের শিরোনামঃ

আলোচ্য খসড়া আইনের শিরোনাম "উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২২", এর ইংরেজি শাব্দিক অনুবাদ হবে- the Data Protection Act । অনুমান করা যেতে পারে যে, বর্তমানে ইউরোপে প্রচলিত the General Data Protection Regulation আইনটিকে বা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত "প্রশাসনিক পরিভাষা, ২০১৫" এ ব্যবহৃত ডাটা (Data) শব্দটির পরিভাষা "উপাত্ত"-কে অনুসরণ করেই এই শিরোনামটিকে বাছাই করা হয়েছে।

পশ্চিমা বিশ্বে "ডাটা" বলতে যা বুঝায় তার সমমানের সমার্থক শব্দ বাংলা ভাষায় পাওয়া কঠিন। আবার উপাত্ত (Data) শব্দটি দিয়ে প্রচলিত অর্থে বাংলায় যা বুঝায়, তার সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাধারণত যে উদ্দেশ্যে এই ধরনের আইন করা তার সাথে যথেষ্ট এবং পুরোপুরি সম্পর্ক নাই।

সারা বিশ্বে এ সম্পর্কীত আইন করা হয় একজন জীবিত মানুষের (natural person) নানান ধরনের ব্যক্তিগত তথ্য (Personal Information) যেমনঃ তার নাম, ঠিকানা, জন্মতারিখ, জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার সর্বোপরি এমন কোনো তথ্য বা তথ্য সমষ্টি, যা দ্বারা তাকে কোনোভাবে চিহ্নিত বা শনাক্ত করা যায় সেগুলোর সুরক্ষার জন্য।

Data Protection শব্দগুলো ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার জন্য ব্যবহার করা হলেও এজন্য সব সময় Data Protection শব্দগুলো ব্যবহার করতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আঙ্কটাড-এর সূত্র মতে, বিশ্বের ১৯২ দেশের মধ্যে ১৩৭টি দেশে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বা তথ্যের গোপনীয়তা সম্পর্কে দেশীয় আইন রয়েছে, তার মধ্যে ৯১টি দেশ যেমনঃ যুক্তরাজ্য, সুইডেন, মাল্টা, আয়ারল্যান্ড ইত্যাদি তাদের আইনের শিরোনামে ডাটা প্রটেকশন (Data Protection) শব্দগুলো ব্যবহার করেছে। কিন্তু, কমপক্ষে ৬০টি দেশ [উদাহরণস্বরূপ- জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইত্যাদি], তাদের আইনের শিরোনামে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা (Personal Information Protection) শব্দগুলো ব্যবহার করেছে । অন্যদিকে, অন্তত ৩০টি দেশের আইনের শিরোনামে ‘গোপনীয়তা’ (Privacy) শব্দটি পাওয়া যাবে [উদাহরণস্বরূপ- অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র]। এছাড়া কিছু কিছু দেশ যেমনঃ মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা তাদের আইনের শিরোনামে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা (Personal Data Protection) শব্দগুলো ব্যবহার করেছে। এর বাহিরেও বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে তাদের আইনের শিরোনাম করেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আইনের শিরোনাম ভিন্ন হলেও আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য অভিন্ন অর্থাৎ ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা।

বাংলায় উপাত্ত (Data) শব্দটির একের অধিক অর্থ প্রচলিত রয়েছে এবং ভিন্ন প্রেক্ষিতে যেমনঃ কম্পিউটার বিজ্ঞাণ, পরিসংখ্যান, আইনে শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু, Data Protection বলতে যে মূলতঃ কোনো মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার ব্যাপারটিকেই বুঝায়, তা বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটের গোপনীয়তার নীতি (privacy policy)-তে ও ‘ব্যক্তিগত তথ্য’ (Personal Information) শব্দগুলোর ব্যবহার লক্ষ করলেই বুঝা যায়। এছাড়া বাংলাদেশের প্রচলিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৬(১)(দ)-তে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির “ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা;”-র অধিকার থাকার কথা বলা হয়েছে। এই একই আইনের অধীনে ২০১৯ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর অধীনে প্রণীত ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালাতেও ব্যক্তিগত তথ্য শব্দগুলোর ব্যবহার হয়েছে [দেখুন- বিধি ১১ (৩)(ঘ), বিধি ১৭(৪)]।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বহুল আলোচিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর ২৬ ধারায় আইনগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তির পরিচিতি তথ্য (identity information) যেমনঃ যাহা এককভাবে বা যৌথভাবে একজন ব্যক্তি বা সিস্টেমকে শনাক্ত করে, যাহার নাম, ছবি, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, মাতার নাম, পিতার নাম, স্বাক্ষর, জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নম্বর, ফিংগার প্রিন্ট, পাসপোর্ট নম্বর, ব্যাংক হিসাব নম্বর, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ই-টিআইএন নম্বর, ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল স্বাক্ষর, ব্যবহারকারীর নাম, ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড নম্বর, ভয়েজ প্রিন্ট, রেটিনা ইমেজ, আইরেস ইমেজ, ডিএনএ প্রোফাইল, নিরাপত্তামূলক প্রশ্ন বা অন্য কোনো পরিচিতি যাহা প্রযুক্তির উৎকর্ষতার জন্য সহজলভ্য সেগুলো সংগ্রহ, বিক্রয়, দখল, সরবরাহ বা ব্যবহার করাকে একটি ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেহেতু প্রচলিত ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনের শিরোনামে Personal Information এবং Personal Data শব্দগুলো হরহামেশাই ব্যবহৃত হয়, আর বাংলাদেশের

প্রেক্ষাপটে এই Data শব্দটির যথাযথ অর্থ প্রকাশক সমার্থক শব্দ বাংলায় পাওয়া যায় না, তাই কেবলমাত্র অভিধানে বর্ণিত শব্দের পরিভাষা ব্যবহার না করে যদি এই আইন প্রণয়ন করার মূল উদ্দেশ্য, যা খসড়া আইনের দীর্ঘ শিরোনাম এবং বিভিন্ন ধারা থেকে বোঝা যায়, আর এর সাথে যদি এ ধরনের আইন প্রণয়নের ইতিহাস বিবেচনায় নেয়া হয়, তাহলে বোঝা যাবে যে, এক্ষেত্রে ডাটা শব্দটির আভিধানিক পরিভাষা "উপাত্ত" ব্যবহার করলে এই আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে।

তাই ভবিষ্যতে এই আইনের বিধানগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে সেগুলোর ব্যাখ্যার ঝামেলা এড়াতে প্রস্তাবিত আইনের শিরোনাম "ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন" বিবেচনা করাই যৌক্তিক হবে।

২. "ব্যক্তিগত তথ্য"- র কোনো সংজ্ঞা বা উদাহরণ খসড়ায় অনুপস্থিত

প্রস্তাবিত আইনের বিলের খসড়ায় যদিও "উপাত্ত সুরক্ষা আইন" শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, তবে দীর্ঘ শিরোনাম দেখে এটি বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আলোচ্য আইনটি ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত। "ব্যক্তিগত তথ্য"- শব্দগুলোর কোনো সংজ্ঞা বা উদাহরণ এতে যোগ করা হয়নি যা বিশ্বের মোটামুটি সব দেশের আইনের মধ্যেই খুবই সাধারণভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এমনকি কিছুদিন আগে ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৬০(২)ঝ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংরক্ষিত ডাটার সুরক্ষার লক্ষ্যে বিধি আকারে যে "তথ্য গোপনীয়তা ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৯" শিরোনামে এ ধরনের একটি বিধিমালা প্রকাশ হয়েছিল সেখানেও এ সম্পর্কীত সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্ত ছিল।

ব্যক্তিগত তথ্য শব্দগুলোর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্তি ব্যতীত খসড়াটি আইন হিসেবে পাস হলে, তা মারাত্মকভাবে অপব্যবহার হওয়ার সুযোগ আছে এবং পরিণতিতে, আরো একটি কালো আইন হিসেবে সমালোচিত হয়ে এই আইনটি বাতিল হতে বাধ্য হবে, কিন্তু দুঃখজনকভাবে অপব্যবহারের কারণে একটা বড় সংখ্যক মানুষ নানাভাবে অপ্রতিকারযোগ্য হয়রানির শিকার হবেন।

৩. ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ প্রক্রিয়া করার বৈধ ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কিত বিধানের অনুপস্থিতি

ইন্টারনেটের জ্বালানি বা মুদ্রা হিসেবে পরিচিতি পাওয়া ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যতীত ইন্টারনেটভিত্তিক কোনো ধরনের সেবা গ্রহণ করা সম্ভব নয়, তাই ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়া করতেই হবে। ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত আইনে ব্যক্তিগত তথ্য বৈধভাবে প্রক্রিয়া করার বিষয়টিকে নিশ্চিত করার জন্য কিছু কিছু বৈধ ক্ষেত্র সম্পর্কে বিধান অন্তর্ভুক্ত করে। আলোচ্য খসড়াতে সেসব বিধানের কিছু কিছু বিধান এলোমেলোভাবে বিভিন্ন স্থানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের এবং আন্তর্জাতিক মানদন্ডের বিধানগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

৪. সম্মতি (Consent) সম্পর্কিত অপ্রতুল বিধান

ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত যে কোনো আইনে ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত ব্যক্তি (Data Subject)- র সম্মতির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যে কারণে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এই বিধানটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আলোচ্য আইনের খসড়ায় এই বিষয়টি

ভাসাভাসা এবং এলোমেলোভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, আর সে কারণেই এই বিধানটি অপব্যবহার হয়ে ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত ব্যক্তি (Data Subject)- র মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা থেকে যায়।

৫. কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শব্দের সংজ্ঞা খসড়ায় অনুপস্থিত

আলোচ্য আইনের খসড়াতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দের সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

ধারা ৪(১)(গ)-তে পরিলেখা (Profiling) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু খসড়ায় এর কোনো সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনে এই শব্দটির একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে এবং এটি একটি বিশেষ অর্থ বহন করে। আবার, Filing system এর সংজ্ঞা খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এর মাধ্যমেই স্বয়ংক্রিয় ভাবে প্রস্তুতকৃত নয় এমন ডাটাবেজ বা তথ্যভান্ডারের [Manual Database]- এর ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান প্রযোজ্য হবে কি না তা নির্ধারিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেখানে ব্যক্তিগত তথ্য সম্বলিত অগণিত দলিল-দস্তাবেজ এখনো অস্বয়ংক্রিয়ভাবে [Manually] সংরক্ষণ করা হয়, সেখানে এই বিষয়টি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ।

ধারা ৯-এ ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যদিও তাঁর কোনো সংজ্ঞা দেয়া হয়নি।

তাই ভবিষ্যতে সকল ধরনের বিভ্রান্তি এবং আইনের অপপ্রয়োগ রোধে শব্দগুলো সংজ্ঞা এবং অতিরিক্ত ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত করা একান্তই আবশ্যক।

৬. ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার নীতিসমূহের অপরিকল্পিত অন্তর্ভুক্তি

ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত আইন গুলো সাধারণত নীতিভিত্তিক (Principle based) এবং এ ধরনের আইনে বেশকিছু নীতির কথা বলা হয়ে থাকে যেগুলো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আলোচ্য খসড়ার দ্বিতীয় অধ্যায়ও কিছু নীতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য, কিন্তু যেভাবে নীতিগুলোকে সাজানো হয়েছে সেগুলো বিশ্বের অন্যান্য দেশের আইন বা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

৭. ব্যক্তিগত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি (Data Subject)-র বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান

আলোচ্য খসড়াতে বিভিন্ন বিধানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে- ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত নীতি সমূহ সম্পর্কে বা ব্যক্তিগত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি (Data Subject)-র বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু এই অধিকারগুলো সম্পর্কে কিভাবে একজন ব্যক্তিগত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি (Data Subject) জানতে পারবেন সে ব্যাপারে কোনো বিধান এই আইনের খসড়াতে দৃশ্যমান হয়নি, যদিও তারা এ বলা হয়েছে যে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের পূর্বে বা তৃতীয় পক্ষের নিকট প্রকাশের ক্ষেত্রে লিখিত নোটিশ প্রদান করতে হবে। বিভিন্ন দেশে এ সম্পর্কে অন্তত দুটি ভাষায় অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ভাষা এক্ষেত্রে বাংলা এবং ইংরেজিতে গোপনীয়তার নীতিমালা (Privacy Policy) তৈরি করে সেটি ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়ার বিধান বলে দেওয়া থাকে।

৮. দেশীয় সীমানার বাহিরে ব্যক্তিগত তথ্য স্থানান্তর বিষয়ক বিধানের ঘাটতি

বাংলাদেশ সরকার Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia and the Pacific স্বাক্ষর করেছে এবং যা ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কার্যকর হয়েছে। এই ধরনের কাজ করতে গেলে অবশ্যই কিছু ব্যক্তিগত তথ্য দেশের বাইরে হস্তান্তর করতে হবে, কিন্তু এই তথ্যগুলো কিভাবে হস্তান্তর করা হবে, সে বিষয়ে কোনো ধরনের বিধান অত্র আইনের খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যদিও দশম অধ্যায় এবং ৪২ ধারাতে সংবেদনশীল তথ্য, ব্যবহারকারীর তথ্য এবং শ্রেণীবদ্ধকৃত তথ্যকে দেশের বাহিরে হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্ব অনুমোদনের কথা বলা হয়েছে কিন্তু এ ব্যাপারটি ঠিক পরিষ্কার নয় যে, এর মধ্যে এই বাণিজ্যসংক্রান্ত তথ্যগুলো যেখানে মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য থাকে সেগুলোও অন্তর্ভুক্ত হবে কি-না।

৯. কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কিত বিধান খসড়ায় অনুপস্থিত

এই আইনে সরাসরি বিপণন (Direct Marketing), সাক্ষী সুরক্ষা (Witness/Whistleblower Protection), কুকিজ (Cookies), স্প্যাম (Spam) ইত্যাদি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

১০. জনসচেতনতা এবং প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত বিধান

এ ধরনের আইনের উদ্দেশ্য যথাযথ এবং কার্যকরীভাবে পূরনের জন্য ব্যাপকহারে জনসচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচ্য খসড়াতে কোনো ধরনের বিধান পরিলক্ষিত হয়নি।

(খ) আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্বেগ

ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার জন্য সারা বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের আইনের মডেল রয়েছে। ইতোমধ্যে করা বিশ্বের ১৩৭টি দেশের অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর অপপ্রয়োগের বিষয়গুলো মাথায় নিয়ে আলোচ্য আইনটির বাস্তবায়ন নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, যেগুলোর কিছু কিছু নিচে আলোচনা করা হলো।

১. অতি মাত্রায় বিধি [Rules] নির্ভরতাঃ

আলোচ্য খসড়াটি অতিমাত্রায় বিধি নির্ভর অর্থাৎ খসড়াটি আইনে পরিণত হওয়ার পরেও এর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য অনেকগুলো বিধি প্রণয়ন করতে হবে এবং ততদিনে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে বলা যায় যে, এই আইনটির বিধানগুলোর অপব্যবহার হওয়ার সুযোগ রয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮-এ কমপক্ষে ২৫ বার বিধি প্রণয়ণের কথা বলা হয়েছে, যদিও গত চার বছরে একটি মাত্র বিধি প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে কিন্তু

আইনটির ব্যাপক অপব্যবহারের কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের সুনাম মারাত্মকভাবে বিনষ্ট হয়েছে। এক্ষেত্রেও একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

২. অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ প্রস্তাবনা [Preamble]

যে কোনো আইনের প্রস্তাবনা আইনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আলোচ্য খসড়ায় খুব সাধারণ কিছু বিষয় ভাসা ভাসা ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেগুলো দিয়ে বর্তমান বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে এই সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা এবং কারিগরি জ্ঞান বিবেচনায় নিয়ে আইনটির বিধানসমূহ ব্যাখ্যা করে তা বাস্তবায়ন করা দুরূহ।

যেখানে বিশ্বের অনেক দেশের সংবিধানে গোপনীয়তার অধিকার স্বীকৃত নয় সেখানে বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৩(খ)-তে এই অধিকারটির অন্তর্ভুক্তি গর্ব করার মতো। কিন্তু, আলোচ্য খসড়ায় এই ব্যাপারটিকে ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৩. খসড়ায় ব্যবহৃত "ব্যক্তি" শব্দের সঠিক ব্যবহারই হবে অপব্যবহার

আলোচ্য খসড়ার ২ ধারায় "ব্যক্তি" শব্দটির সংজ্ঞা বিবেচনায় নিলে আলোচ্য আইনের বিধানগুলো বাংলাদেশের সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এ ধরনের একটি বিধান বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে আদৌ বাস্তবায়ন করা সম্ভব কি-না তা সু বিবেচনার দাবি রাখে। এর ফলে, উদ্বিগ্ন হওয়ার মত যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ এর ফলে বাংলাদেশের সকল মানুষকে আলোচ্য আইনের বিধানসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সকল প্রকার কারিগরি সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। একজন অতি সাধারন নাগরিক, যেমনঃ একজন, কৃষক, দিনমজুর, ভিক্ষুক বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা না হয় বাদই দেওয়া যায় কিন্তু বাংলাদেশের যেখানে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ধরনের তাদের পক্ষেও কি এই আলোচ্য আইনের বিধান পালন করা সম্ভব?

তাই আইনটি পাশের আগে তা বাস্তবায়নের কথা বিবেচনায় নিয়ে ঢালাওভাবে সব প্রতিষ্ঠানকে এই আইনের বিধান প্রয়োগের জন্য বিবেচনায় না নিয়ে, বিশেষ কিছু সেক্টরকে প্রথমে চিহ্নিত করা যেতে পারে, যাদের এই আইনের বিধানসমূহ বাস্তবায়নের মতো কারিগরি ও আর্থিক সক্ষমতা আছে এবং একইসাথে তারা প্রচুর পরিমানে ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়া করে। যেমনঃ টেলিযোগাযোগ সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রথম পর্যায়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। তারপর, তাদের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে পরের ধাপে এবং পর্যায়ক্রমে এর পরিধি বাড়ানো যেতে পারে।

৪. আইনের প্রাধান্য সম্পর্কিত বিধান

আলোচ্য খসড়ার ৩ ধারায় যদিও আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধানের ওপর আলোচ্য আইনের বিধানগুলোকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, খেয়াল করলে দেখা যাবে যে এই বিধানটি একেবারেই বাস্তবতা বিবর্জিত, কেননা ইতোমধ্যে বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রক যেমনঃ বিটিআরসি, বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্য এবং গোপনীয়তার সুরক্ষার বিষয়গুলো দেখভাল করছে।

৫. ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির অন্তর্ভুক্তি

নবম অধ্যায়ে উপাত্ত সুরক্ষা কার্যালয় সম্পর্কে বিধান করতে যেয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ৫ ধারা মোতাবেক গঠিত ডিজিটাল সুরক্ষা এজেন্সিকে বিবেচনা করা হয়েছে এবং আলোচক খসড়াতে উক্ত এজেন্সিকে আলোচ্য খসড়ার নবম অধ্যায়ে [ধারা ৩৫-৪১] সীমাহীন ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যার অনেকগুলো আবার বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত বিভিন্ন মানবাধিকার এবং বিশেষ করে গোপনীয়তার অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক। ধারা ৩৬-এ বলা হচ্ছে- "উপাত্ত সুরক্ষা কার্যালয় এই আইনের অধীন কার্যসম্পাদনের প্রয়োজনে <u>যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে</u> পারিবে"। এই ধারাতে তদন্ত পরিচালনা, সংশোধন, পরামর্শ ও ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্ত মোট ১৭টি এবং ধারা ৩৭-এ আরও ৮টি এবং উপরি-উক্ত বিষয়গুলোর "সহিত সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কার্যসম্পাদন;" ও "বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন কার্য সম্পাদন", ৩৯ ধারায় "প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান", ৪০ ধারায় প্রয়োজনীয় উপাত্ত সরবরাহ করার জন্য যে কাউকে নির্দেশ প্রদান- এর বিধান অন্তর্ভুক্ত করে ডিজিটাল সুরক্ষা এজেন্সিকে মূলত অতিমানবিক ক্ষমতা ব্যবহার এবং অপব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে মহাপরিচালকের এই সীমাহীন ক্ষমতার ব্যবহার বা অপব্যবহারের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার বা কোনো আইনগত প্রতিকার পাওয়ার বিধান আলোচ্য খসড়াতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পাশাপাশি ধারা ৬৬-তে সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্মের জন্য তাকে দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে। যদিও ধারা ৫৬-তে একজন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে সরকারের নিকট আপীল করার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু আমাদের মতে এই বিধানটি অন্তর্ভুক্ত করে উক্ত ব্যক্তির গোপনীয়তা বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে অধিকতর ঝুঁকির মধ্যে ফেলা হয়েছে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এ বর্ণিত ডিজিটাল সুরক্ষা এজেন্সি-র কার্যাবলী আর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের যথেচ্ছ অপব্যবহারের ঘটনাগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে এবং ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন এর মূল উদ্দেশ্য মাথায় রাখলে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এই ব্যাপারটি ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে এটি একটি কালো আইনে পরিণত হবে।

সারা বিশ্বে প্রচলিত ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বিষয়ক আইনের বিধানসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, আইনটির বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য সবখানেই একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষে প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে, কেননা এই বিষয়টি অতিমাত্রায় একটি বিশেষায়িত বিষয় যার জন্য বিশেষায়িত জ্ঞান সম্পন্ন মানবসম্পদ দরকার।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ধারা ৫ মোতাবেক ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি গঠন করা হয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন, বিচার ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি দেখভাল করার জন্য। অন্যদিকে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন করার হয় মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য সম্মতি ব্যতিরেকে অবৈধভাবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সীমিত করার উদ্দেশ্যে। তাই এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আলোচ্য ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন এর উদ্দেশ্যের সাথে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি-র মূল কাজের সাথে সরাসরি কোন ধরনের সম্পর্ক বা যোগসূত্র নেই।

এ ব্যাপারে ইউরোপের The General Data Protection Regulation এর প্রস্তাবনার নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা যেতে পারে-

The protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security and the free movement of such data, is the subject of a specific Union legal act. **This Regulation should not, therefore, apply to processing activities for those purposes**. [অনুচ্ছেদ ১৯, প্রস্তাবনা, The General Data Protection Regulation]

সাথে সাথে ইউরোপের The General Data Protection Regulation এর ব্যাখ্যা নং ১৬ [Recital] তে বলা হয়েছে যে, উক্ত আইনটি জাতীয় এবং সাধারণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যকলাপের জন্য প্রযোজ্য নয়। খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, বিশ্বের অধিকাংশ দেশে যেখানে এ সম্পর্কিত আইনটি যথেষ্ট কার্যকরী সেখানে এ বিষয়ক একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংস্থা এ সংক্রান্ত আইনের বিধানসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। যেমনঃ অস্ট্রেলিয়াতে এই সংস্থাটির নাম প্রাইভেসি কমিশনার [The Privacy Commissioner] অস্ট্রেলিয়ার Office of the Australian Information Commissioner এর অধীনে দেশটির ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন-The Privacy Act-এর বিধানসমূহ বাস্তবায়নের দিকিটি দেখভাল করে। যুক্তরাজ্যে, নিউজিল্যান্ডে ও তাই। Information Commissioner Office এর অধীনে Information Commissioner এই দায়িত্ব পালন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দায়িত্ব পালন করে ফেডারেল ট্রেড কমিশন। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াতে এই দায়িত্ব পালনকারী সংস্থাটির নাম ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা কমিশন।

তাই আমাদের প্রস্তাবে, এ সম্পর্কে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন বা মানবাধিকার কমিশনের মতো একটি স্বাধীন এবং বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা জরুরি । এক্ষেত্রে বাংলাদেশে যেহেতু তথ্য কমিশন আছে, তাই এই সংস্থাটিকেও এ উদ্দেশ্য ব্যবহার করার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। তবে, সেক্ষেত্রে, ইতোমধ্যে যেসব নিয়ন্ত্রক এ বিষয়ে কাজ করছে যেমন আর্থিক তথ্যাবলীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক, টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত ব্যক্তিগত তথ্য-র ক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ইত্যাদির সাথে এর সম্পর্ক কেমন হবে, সে বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে।

৬. অপরাধ তদন্তে পুলিশকে ক্ষমতা প্রদান

ধারা ৫৯-তে এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের তদন্ত ক্ষমতা পুলিশের পরিদর্শক মর্যাদার নিম্নে নয় এমন কোনো পুলিশ কর্মকর্তাকে দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনের মতো একটি বিশেষায়িত [specialised] বিষয়ে একজন পুলিশ কর্মকর্তার এ ধরনের বিষয় তদন্ত করার মত কারিগরি দক্ষতা এবং যোগ্যতা আছে কিনা সেই বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। স্মরণে রাখা দরকার যে, এই আইনের অধীনে বিবেচিত বিষয়টি কোনোভাবেই একটি সাধারণ ফৌজদারি অপরাধ নয়, বরং একটি বিশেষায়িত ব্যাপার। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান থাকে যে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের দক্ষ কর্মকর্তারাই এই আইনের অধীনে অপরাধের তদন্ত করার ক্ষমতা লাভ করেন, অনেকটা আমাদের দেশের দুর্নীতি দমন কমিশনের মতো। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের যথেচ্ছ এবং ব্যাপক অপব্যবহারের

অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে বলা যায় যে এই বিধানটির অন্তর্ভুক্তি করার কারণে এ আইনটির বিধানগুলোও ব্যাপকহারে অপব্যবহার হবে।

৭. অতি উৎসাহী বিধানের অন্তর্ভুক্তি

ইতিমধ্যে এ কথা বলা হয়েছে যে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন এর ইতিহাস পাঁচ দশকের অধিক পুরনো সে কারণে এই সম্পর্কিত আইনের বিধানগুলো বিভিন্ন ধাপ এবং পরিক্রমা পার করে আজকের অবস্থানে এসেছে এই ব্যাপারটি বিবেচনায় না নিয়ে আলোচনা সরাতে কিছু বিধান এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেগুলো বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়ন করা অসম্ভব।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে,-

ক। আলোচ্য খসড়াতে ধরেই নেওয়া হয়েছে যে, ব্যক্তিগত তথ্যের নিয়ন্ত্রক এবং প্রক্রিয়াকারীরা 'অতিমানব' [Superman], আর তা ভেবে এই আইনের বিধানসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সকল প্রকার কারিগরি এবং আর্থিক দায় নেয়ার ভার তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ধারা ২-এ নিয়ন্ত্রক এবং প্রক্রিয়াকারি এই শব্দগুলোর সংজ্ঞাতে "সরকারি কর্তৃপক্ষ" অন্তর্ভুক্ত আছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরের সরকারি অফিসে সাধারণ মানুষের নানান ধরনের হয়রানির অভিজ্ঞতা এবং জাতীয় পরিচয় পত্র নিয়ে মানুষের ভোগান্তির কথা বিবেচনায় নিয়ে এ কথা বলা অতিরঞ্জিত হবে না যে, সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, অন্তত বর্তমান বাস্তবতা, এই বিধানগুলো পালন করা সম্ভব নয়।

আবার, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, বেসরকারি পর্যায়ে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো এই আইনের বিধানগুলো বাস্তবায়ন করতে গেলে যে বাড়তি আর্থিক যোগান লাগবে তা তারা অবশ্যই ভোক্তাদের কাছ থেকে তুলে নিবে। এর ফলে এই ধরনের আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

খ। ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বিষয়ক আইনের প্রাণ বলে বিবেচিত বিভিন্ন নীতিসমূহের ক্ষেত্রেও অতি সাধারণ ভাষা ব্যবহার করে উচ্চাভিলাষী বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন শুদ্ধতার নীতিতে বলা হয়েছে যে, ". . .উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নির্ভুল (accurate) ও হালনাগাদকৃত উপাত্ত সংগ্রহ প্রক্রিয়া ধারণা ও ব্যবহার করিতে হইবে", আবার ধারা ২৬-এ সংগ্রহকৃত ব্যক্তিগত তথ্য "নির্ভুলভাবে, সম্পূর্ণরূপে এবং হালনাগাদকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ" করার কথা বলা হয়েছে।

ধারা ২-এ নিয়ন্ত্রকের সংজ্ঞায় যেহেতু "সরকারি কর্তৃপক্ষ" অন্তর্ভুক্ত আছে, আর বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরের সরকারি অফিসে সাধারণ মানুষের নানান ধরনের হয়রানির অভিজ্ঞতা এবং জাতীয় পরিচয় পত্র নিয়ে মানুষের ভোগান্তির কথা বিবেচনায় নিয়ে এ কথা বলা অতিরঞ্জিত হবে না যে, সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, অন্তত বর্তমান বাস্তবতা, এই বিধানগুলো পালন করা সম্ভব নয়। আবার, বেসরকারি পর্যায়ে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর এই বিধানটি বাস্তবায়ন করতে গেলে যে বাড়তি আর্থিক যোগান লাগবে তা তারা অবশ্যই ভোক্তাদের কাছ থেকে তুলে নিবে। এর ফলে এই ধরনের আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

গ। বিভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনায় না নিয়ে যথেচ্ছভাবে উপাত্তের চ্যুতি (Data Breach) সম্পর্কিত বিধান আলোচ্য খসড়াতে অন্তর্ভুক্তি করা পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। সাধারণত মারাত্মক কোনো ধরনের বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিধান প্রয়োগের ব্যবস্থা উন্নত বিশ্বের আইনের

রাখা হয়েছে এবং সেখানে একটি সুনির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। যেমন যদি কয়েক লাখ লোকের ব্যক্তিগত তথ্য বেহাত হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে এ ধরনের নোটিশ দেওয়ার কথা বলা হয়। আলোচ্য খসড়াতে এই ব্যপারগুলো অনুপস্থিত, যে কারণে একজন লোকের তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রেও নিয়ন্ত্রককে তা মহাপরিচালক কে জানাতে হবে। কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট প্রতিবেশ ব্যবস্থায় (Internet ecosystem) যেখানে মিলি সেকেন্ডে টেরাবাইট টেরাবাইট ডাটা বিলিয়ন মানুষ প্রক্রিয়া করে সেখানে এই বিধান পালন করা অসম্ভব'।

ঘ। ধারা ১৬তে, বহনযোগ্যতার (Portability) অধিকার নিয়ে বিধান করতে যেয়ে "সুবিন্যাস্ত আকারে বা মেশিন রিডেবল ফরমেটে" তথ্য প্রাপ্তির এবং ধারা ১৮-তে ব্যক্তিগত তথ্য মুছে ফেলার (erasure) অধিকার দেয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক এবং কারিগরি সক্ষমতা সমৃদ্ধ বিশ্বের অধিকাংশ উন্নত দেশ এবং ইউরোপের দেশগুলো এই বিধানগুলো পালন করতে হিমশিম খাচ্ছে কেননা প্রযুক্তি চোখের নিমিষে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। এরকম একটি পরিস্থিতিতে এ ধরনের বিধান আমাদের মতো দেশে পালন করা আদৌ সম্ভব কিনা সে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।

ঙ। সমগ্র বাংলাদেশ যত ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ হয় তার জন্য কতজন নিরীক্ষক লাগবে আর বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে আমাদের সে পরিমাণ মানবসম্পদ আছে কিনা সেই বিষয়টি বিবেচনায় না করেই ধারা ২৩-এ নিরীক্ষকের (auditor) বিধান রাখা হয়েছে।

চ। ধারা ৩১-এ অন্তর্ভুক্ত উপাত্ত সুরক্ষা অফিসারের বিধানটি একেবারেই অবাস্তব কেননা আমরা যদি ধারা ২-এ ব্যক্তি শব্দটির সংজ্ঞা খেয়াল করি এবং আলোচ্য খসড়ার প্রস্তাবনা মোতাবেক এই আইনটি সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের জন্য নিজের উপাত্ত সুরক্ষা অফিসার নিয়োগ করতে হবে। আর বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে আমাদের সে পরিমাণ মানবসম্পদ আছে কিনা সেই বিষয়টিও বিবেচনায় নেয়া হয়নি।

ছ। ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা সামগ্রিক পরিকল্পনা (design) বিষয়ক অতি সাধারণ ভাষায় ৩২ ধারায় অন্তর্ভুক্ত বিধানটি একটি অসাধারণ সংযোজন। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বিশ্বের অনেক উন্নত দেশ যাদের এই আইন বাস্তবায়ন করার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের আইনেও এই বিধানটি নাই। আর বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এবং কারিগরি সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে এই বিধান ঢালাওভাবে সবার জন্য চিন্তা করা কতটুকু বাস্তবসম্মত সে বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি।

জ। ধারা ৪২ এ "শ্রেণীবদ্ধ উপাত্ত" এর কথা বলা হয়েছে কিন্তু এর অর্থ কি তা ধারা ২ এ সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, যদিও এই ধারার উপ-ধারা (২) এ একটি সূত্র দিয়ে বলছে যে, সরকার সময় সময় সাধারণভাবে বিশেষ আদেশ দ্বারা কোন উপাত্ত শ্রেণীবদ্ধ উপাত্ত বলিয়া নির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

ধারা ৪২(১) এ চমৎকার একটি বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তবে তা কিভাবে কার্যকর হবে বা কারিগরিভাবে তা সম্ভব কি-না তা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তার কারণ রয়েছে। কেননা খসড়াতে সংবেদনশীল উপাত্ত বলতে পাসওয়ার্ডকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্যবহারকারী সৃষ্ট উপাত্তকেও ধারা ৪২(১) এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর একটি সংজ্ঞা ধারা ২(১৬)-এ দেয়া হয়েছে এভাবে-

“ব্যবহারকারী সৃষ্ট উপাত্ত (user created or generated data)” অর্থ সীমিত ব্যবহার বা শেয়ার করিবার উদ্দেশ্যে কোনো একক ব্যক্তি বা ব্যক্তিশ্রেণি (group of Individual) কর্তৃক সৃষ্ট উপাত্তধারীর কোনো ব্যক্তিগত (personal) উপাত্ত যেমন- উপাত্তধারীর ব্যক্তিগত বার্তা (text message), ছবি (image), অডিও, ভিডিও, ইমেইল, ব্যক্তিগত দলিল বা সমরূপ অন্যান্য বিষয়, ইত্যাদি);

মানুষ নানান ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও নানান ধরনের অ্যাপস ব্যবহার করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসবের পূর্ণ চিত্র ও তথ্য সরকারের কাছে থাকে না। তাই, সেগুলো কিভাবে বাংলাদেশে মজুদ করিবে তা বোধগম্য নয়। আবার প্রযুক্তিগত দিক থেকে এই ধারায় ব্যবহৃত ‘কেবল’ শব্দটি ও মারাত্মক সমস্যার তৈরি করবে, কেননা এটা বাস্তবসম্মত নয়। এক্ষেত্রে হয়ত উক্ত তথ্যের একটি কপি বাংলাদেশে মজুত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

এছাড়া, এই আইন কার্যকর হওয়ার আগে যেসব তথ্য স্থানান্তর হয়ে গেছে তার কি হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেশীর প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ডাটা বিদেশি সার্ভারে জমা রাখে, আর তার জন্য দীর্ঘমেয়াদে চুক্তি থাকে, আর সে সব চুক্তির বিধান পালনে তাদের বাধ্যবাধকতা আছে। এরুপ ক্ষেত্রে তারা কি করবে- এ ব্যাপারগুলো ৬৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নের সময় বিবেচনায় নিতে হবে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, ধারা ৪৩(১) এ একজন ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত ব্যক্তিকে তার সম্মতিক্রমে সংবেদনশীল তথ্য এবং ব্যবহারকারী সৃষ্ট তথ্যসহ যে-কোনো তথ্য বাংলাদেশের বাহিরে স্থানান্তর করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে যদিও তা উপ-ধারা (২) অনুযায়ী মহাপরিচালককে অবহিত করতে হবে। এই ব্যাপারটি আদৌ সম্ভব কি-না, সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার অবকাশ রয়েছে যেহেতু পাসওয়ার্ড সংবেদনশীল উপাত্ত এবং প্রায় সবধরনের ইন্টারনেট সেবা গ্রহণ করার আগে যেই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা হয় সেখানে একজন ব্যবহারকারী তার সম্মতি প্রদান করেন তা বাংলাদেশের বাহিরে স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা যদি না হয়, তবুও তা কি মহাপরিচালককে অবহিত করা সম্ভব? কেউ যদি বিদেশে ঘুরতে যায় আর সেখানে তার অফিসের ইমেইল চেক করে, এটা কি স্থানান্তর হবে? বিদেশে গেলে ফোন, ল্যাপটপ সাথে নিয়ে যায়, সেখানে নিজের উপাত্তধারীর ব্যক্তিগত বার্তা (text message), ছবি (image), অডিও, ভিডিও, ইমেইল, ব্যক্তিগত দলিল বা সমরূপ অন্যান্য বিষয়, ইত্যাদি); থাকে। এগুলোকে কি হস্তান্তর বলা যাবে? এক্ষেত্রে কি মহাপরিচালককে জানাতে হবে?

ঝ। আলোচ্য খসড়ার ধারা ৫৪-তে কোনো বিদেশি কোম্পানি যদি কোম্পানির ক্ষেত্রে বা অন্য ধারার বিধান লঙঘন ক্রমে কোনো কাজ করে তবে তার ক্ষেত্রে ঘর পূর্ববর্তী আর্থিক বৎসরের মোট টার্ন ওভারের অনধিক ২৫ শতাংশ পরিমাণ অর্থ প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করার বিধান করা হয়েছে। এটি কেবল অসম্ভবই বা অপ্রত্যাশিতই নয়, তা কল্পনার ও অতীত, মাত্রাতিরিক্ত আর নজিরবিহীন। নানাবিধ কারণে এই বিধানটি বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হবে কেননা বিশ্বে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত এ ধরনের আইনি বিধান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানে সর্বোচ্চ ৪ থেকে ৫ শতাংশ পরিমাণ অর্থ প্রশাসনিক জরিমানার বিধান রয়েছে।

ইউরোপের The General Data Protection Regulation- এ এর পরিমাণ ৪ শতাংশ। ইউরোপের এই আইনের আলোকে কানাডা ২০২০ সালের নভেম্বরে the Consumer Privacy

Protection Act এবং the Personal Information and Data Protection Tribunal Act প্রণয়নের উদ্দেশ্য বিল উপস্থাপন করেছে, যার মাধ্যমে সবচেয়ে গুরুতর অপরাধের জন্য কোম্পানিগুলিকে বিশ্বব্যাপী রাজস্বের ৫ শতাংশ পর্যন্ত বা ২৫ মিলিয়ন ডলার, যেটি বেশি হয় জরিমানা করতে পারে। চীন ও তাদের আইনে ব্যক্তিগত জরিমানার সাথে সাথে কোম্পানীকে ৫০ কোটি ইউয়ান বা ৬ লক্ষ ইউরো বা কোম্পানিগুলিকে বিশ্বব্যাপী রাজস্বের ৫ শতাংশ পর্যন্ত জরিমানা করতে পারার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিউজিল্যান্ডে জরিমানার পরিমাণ কম কিন্তু সেখানে শ্রেণীবদ্ধ মোকাদ্দমার ব্যবস্থা রয়েছে।

পরিশেষে, এই বিষয়ে জরিমানা করার জন্য যে আর্থিক এবং কারিগরি সক্ষমতা দরকার তা বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের আছে কি-না সে বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হবে। কেননা এই বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের বাহির থেকে প্রতি পরিচালিত হয়, তাই তাদেরকে কোনো যৌক্তিক এবং কার্যকরীভাবে জরিমানা আরোপ করার সক্ষমতার প্রশ্নটি বিবেচনার দাবি রাখে।

শেষ কথাঃ

বর্তমানে ইন্টারনেট প্রতিবেশ ব্যবস্থায় (Internet ecosystem) যেখানে সবক্ষেত্রে ব্যক্তিগত তথ্যের যথেচ্ছ ব্যবহার ব্যবহার হচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষাবিষয়ক একটি মাত্র আইন দিয়ে সকল ধরনের অবস্থা মোকাবেলা করা সহজ নয় বা চিন্তা করা উচিতও নয় বরং এটি যথেষ্ট ঝামেলাপূর্ণ কাজ। তারপরও ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এ বিষয়ে একটি আইন করার উদ্যোগ গ্রহণকে আমরা অবশ্যই সাধুবাদ জানাই।

তবে দেখা যাচ্ছে যে, কেবল একটি আইন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে বলেই এই আইনটিএ একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু, এর বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিকগুলো যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়নি। ধারণা করতে অসুবিধা হয় না যে, এর ফলে এটি মূল উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হবে এবং তড়িঘড়ি করে প্রণয়ন করা অন্যান্য আইন, বিশেষ করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর অপপ্রয়োগের মতোই মারাত্মক সমালোচনার জন্ম দিবে। ফলশ্রুতিতে বেশ কিছু মানুষের হয়রানি বাড়বে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি আবারো নষ্ট হবে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেখানে এই আইনটি কার্যকর হচ্ছে সেখানে তাদের পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে এই ধরনের আইন বাস্তবায়ন করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি নতুন। তাই হয়তো একটি পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকরী আইন চট করে করা যাবে না। এ সমস্যার সমাধানের সেজন্য সর্বক্ষেত্রের অংশীজনদের সাথে বসে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং দরকারি বিষয়গুলো খুঁজে বের করে সেগুলো মোকাবেলা করার জন্য আইনের মধ্যে বিধান অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। সাথে সাথে এ সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে বিভিন্ন বিষয় এর উন্নতি সাধনের মাধ্যমে এই সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হবে বলে মনে হয়।